দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 04 JUN 1987
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

OC6

শেষ মুহূর্তের সিদ্ধান্তে পরীক্ষার্থীদের দুর্ভোগ

॥ নাজমুল হাসান ॥

উদ্দেশ্য সৎ সন্দেহ নাই। নকলবাজি বন্ধ করার জন্য যত্রতত্র প্রতিষ্ঠিত পরীক্ষাকেন্দ্র বাতিলের প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করেন। চলতি বছর পরীক্ষার মাত্র ৯ দিন পূর্বে ২৯টি এইচ এস সি পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করিয়া নকলাবাজি বন্ধের প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে বাতিলকৃত কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের এখন দূরবর্তী অন্য কোন কেন্দ্রে যাইয়া পরীক্ষায় অংশ নিতে হইবে। পরীক্ষা শুরুর

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

পরীক্ষার্থীদের দুর্ভোগ

(১ম পৃঃ পর)

মাত্র কয়েকদিন পূর্বে কেন্দ্র বাতিলের ফলে পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্রের নিকটবর্তী কোথাও থাকার জায়গা খুঁজিয়া নিতে হইবে।

প্রায় প্রতি বৎসরই এসএসসি ও এইচ এস সি পরীক্ষার পূর্বে শহরাঞ্চলের এক শ্রেণীর ছাত্র অবাধ নকলের সুযোগ গ্রহণের উদ্দেশ্যে মফস্বলের কেন্দ্রে হইতে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। এক শ্রেণীর পরীক্ষার্থীর এই প্রবণতার ফলে ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরের কলেজের পরীক্ষার্থী সংখ্যা হঠাৎ করিয়া হ্রাস পায় এবং বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী মফস্বলের কলেজগুলিতে ভর্তি হইয়া পরীক্ষার ফরম পূরণ করে। ঢাকা কলেজের মত বড় কলেজের কোন কোন পরীক্ষার্থী যাইয়া ভর্তি হয় গজারিয়া কলেজে। বিএম কলেজ, রাজেন্দ্র কলেজ, করোটিয়া কলেজ ইত্যাদি কলেজের ছাত্র সংখ্যা পরীক্ষার ঠিক পূর্বে হঠাৎ করিয়া হ্রাস পায় আর প্রত্যন্ত মফস্বলের কলেজে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। গত বৎসর দেশের ৪টি বোর্ড কেন্দ্র পরিবর্তনকারী বহুসংখ্যক ছাত্রের পরীক্ষার ফলাফল স্থগিত রাখিয়াছিল।

এ অবস্থায় শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন জেলার জেলা প্রশাসক, সংসদ সদস্য ও কলেজের প্রিন্সিপ্যালদের সহিত সভা করিয়া নকল প্রতিরোধের উপায় সাব্যস্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু শেষাবধি নকল প্রতিরোধে কার্যকর কোন পদ্ধতি নির্ধারণ বা ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়াই তাড়াহুড়া করিয়া ২৯টি কেন্দ্রে বাতিল ঘোষণা করা হয়।

তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্প্রতি জেলা প্রশাসকদের নিকট প্রেরিত এক পত্রে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণ সহযোগিতার অনুরোধ জানাইয়া বলিয়াছে, 'কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে কোন শৈথিল্য দেখা গেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে অনুরূপ ঘটনা ঘটিলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষকের বা দোষী শিক্ষকের টিচার্স বেনিফিট, এমনকি প্রতিষ্ঠানের মঞ্জুরি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

যশোর শিক্ষা বোর্ডের আওতায় বাবুগঞ্জের আবুল কালাম কলেজসহ ১০টি কলেজ কেন্দ্র পরীক্ষার পূর্বমুহূর্তে বদল করায় পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে উৎকণ্ঠা দেখা দিয়াছে। আবুল কালাম কলেজে খাতা, ব্যাঙ্ক ভল্টে প্রশ্নপত্র ও পরীক্ষার্থীদের হাতে প্রবেশপত্র পৌছিবার পর এ রদবদল ঘটে। একজন অভিভাবক অভিযোগ করেন, নকল বন্ধ করা এ পদক্ষেপের উদ্দেশ্য হইলেও এমন অনেক কলেজে এখন কেন্দ্র স্থানান্তরিত করা হইয়াছে, যেখানে গত বৎসরের পরীক্ষা গোলাগুলীর মধ্যে শেষ হয়। এমনকি নকলের প্রতিযোগিতায় অন্যসব কলেজ সেগুলির নিকট হারিয়া গিয়াছে। বাকেরগঞ্জ, ঝালকাঠিতে এমন নজীর আছে বলিয়া উল্লেখ করা হয়।

উপজেলা সদরের বাহিরে উলিপুর ও গোদাগারীর পরীক্ষা কেন্দ্র বহাল রাখিয়া অন্যত্র পরীক্ষাকেন্দ্র বদলকে পরীক্ষার্থীরা বৈষম্যমূলক পদক্ষেপ বলিয়া উল্লেখ করেন। জেলা প্রশাসকদের টেলিফোনযোগে প্রদত্ত পরামর্শ অনুসরণ করিয়া কেন্দ্রগুলি বাছাই করা হইয়াছে বলিয়া একটি সূত্র জানায়।